সমকাল

তারিখ 03 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধান বিচারপতির আহ্বান

শিক্ষার মান বাড়াতে সম্মিলিত প্রয়াস চাই

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা শিক্ষার মান বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন। একই সঙ্গে আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার। এ জন্য তিনি যে ফোরাম বেছে নিয়েছেন সেটা বিবেচনায় নিলে এ আহ্বান আরও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হবে। শুক্রবার বাংলাদেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে প্রাচীন ছাত্রাবাসগুলোর অন্যতম জগন্নাথ হলের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এটাও স্পষ্ট করেন– বর্তমানে এই মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। আমরা জানি, বাংলাদেশের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল অনন্য অবদান। প্রধান বিচারপতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন– ১৯৭১ সালে জগন্নাথ হলে যত রক্ত ঝরেছে, আর কোনো হলে এত রক্ত ঝরেনি। মুক্তিযুদ্ধের কিছু দলিলপত্র যুদ্ধাপরাধের বিচারের সময় সর্বোচ্চ আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে কী নৃশংসভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল! এই তালিকায় রয়েছেন সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব। বরেণ্য এসব মনীষীর রক্তের বিনিময়েই আমরা দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা জানি, বিশ্বের সর্বত্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রসার ও মান বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাদের সংগঠন নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃতী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, গবেষণা কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণসহ নানাবিধ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অর্থের সংস্থান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জগন্নাথ হলের সাবেক শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন, তারা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছেন। জগন্নাথ হলেরও রয়েছে নিজস্ব বৃত্তি তহবিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা এখন সমাজের সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন। তারা এগিয়ে এলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি শিক্ষার মান বাড়াতে যে তাগিদ দিয়েছেন, তা পূরণ করা সহজ হবে। দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের উদ্যোগ রয়েছে, যা আরও সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা সময়ের দাবি। বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। চলতি বছর প্রায় সাড়ে চার কোটি ছাত্রছাত্রীকে সরকার বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দিয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রয়েছে আরও বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী। এই বিপুল শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে মানের প্রতি মনোযোগ দিতেই হবে। শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে সর্বোত্তম সামাজিক বিনিয়োগ হিসেবে। যার অর্থ আছে কেবল সেই-ই শিখবে– এ ধারণা ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধান বিচারপতি শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত না করার বিষয়ে যে সতর্কবার্তা দিয়েছেন, সেটাও মনে রাখা চাই। অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফলতা দেখাতে শুরু করেছে। বিশ্বের বুকে একটি গর্বিত দেশ হিসেবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছি। এ ধারা এগিয়ে নিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানই হয়ে উঠবে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই একটি ভালো ভিত আমরা পেয়ে গেছি, যা মজবুত করতে চাই সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক সম্মিলিত প্রয়াস। প্রধান বিচারপতি কেবল সে কর্তব্যই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।